বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ
২০২০-২১
(পাইলট ও সম্প্রসারিত)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mora.gov.bd

প্রকাশকালঃ ২০মে, ২০২১ খ্রি.

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি…….…….……..	০১
২।	রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)…….	০২
৩।	কৌশলগত উদ্দেশ্য…….	০২
৪।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি……	০৩
৫।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম পরিচিতি……..…….	০৪
৬।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম…….…….……	০৫
৭।	২০২০-২১ অর্থ বছরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত ইনোভেশন আইডিয়া……	০৬
৮।	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ ২০২০-২১ বিস্তারিত বিবরণ……..……	০৬-২৮
৯।	উদ্ভাবন প্রদর্শনী ২০২০-২১……..……..……	২৯-৩০

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর হতে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ অফিস ঢাকা, হজ অফিস, জেদ্দা/ মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ এবং নারীর প্রতি সহিংসতারোধ কার্যক্রমে ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির আলোকে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে ন্যায়ভিত্তিক ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা এবং বয়স্কদের সাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। হজযাত্রীদের সেবায় ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় অনলাইনে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মেরামত/সংস্কার, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং দুঃস্থ পূনর্বাসনের জন্য অনুদান প্রদান মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে গঠিত ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে নিমিত্ত বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি সেবার মান উন্নয়নে নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

২. রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প: ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনিন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য

১। ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ

২। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৩। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

৪। ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা, অনুদান প্রদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

১. ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশগ্রহণ;

৩. ধর্মীয় প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪. দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা;

৫. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অনুদান প্রদান;

৬. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা নির্মাণ ও উন্নয়ন;

৭. হজ এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৮. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম;

৯. চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০. গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১. ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার আয়োজন ও অংশগ্রহণ;

১২. ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩. ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪. অন্যান্য দেশের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে চুক্তি, সমঝোতা স্বাক্ষর সংক্রান্ত কার্যাদি;

১৫. বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬. দাতব্য/ট্রাস্ট (Endowment) সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম মনিটরিং;

১৮. সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বিতরণ এবং ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম মনিটরিং।

৫. ইনোভেশন টিম পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম

ক্রম	নাম ও পদবী	ইনোভেশন টিমে দায়িত্ব	যোগাযোগ (ফোন/ইমেইল)
(১)	জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চীফ ইনোভেশন অফিসার	+৮৮৯৫৪০১৫১-০২- js_dev@mora.gov.bd
(২)	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৭৬৬৬০-০২- ds_dev@mora.gov.bd
(৩)	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৪৫৭৩৭-০২- ds_cnr@mora.gov.bd
(৪)	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৭৭২৩৮-০২- sa@mora.gov.bd
(৫)	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৪০৫৮৯-০২- reform_sec@mora.gov.bd
(৬)	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৪০১৬৫-০২- ictcell@mora.gov.bd
(৭)	জনাব মাসুদ আলম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য	+৮৮৯৫৪০৬০৪-০২- aco_accounts@mora.gov.bd

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম

নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২১০০ দ্বীপ পরিকল্পনা-বাংলাদেশ ব ,৪১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, মুজিববর্ষ, করোনা ভাইরাস মোকাবেলা এবং সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কৌশলপত্রের আলোকে প্রণীত। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালিত হচ্ছে। এসকল গৃহীত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে মুল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

৭. ২০২০-২১ অর্থ বছরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত ইনোভেশন আইডিয়া সমূহ

২০২০-২১ অর্থ বছরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গৃহিত ইনোভেশন আইডিয়া সমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	ইনোভেশন আইডিয়া
১।	নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম;
২।	দুস্থদের সহায়তার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান;
৩।	হজ এজেন্সি লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং
৪।	ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০ আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন তিলওয়াত (ক্বিরাআত) প্রতিযোগিতা

৮. উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ ২০২০-২১ এর বিস্তারিত বিবরণ

৮.১। উদ্ভাবনের শিরনামঃ নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম

বাস্তবায়নকারীঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস ঢাকা

পটভূমি

২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি আরবের বাহিরে বহির্বিশ্ব থেকে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজ নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **"হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম** প্রবর্তন করে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হজযাত্রী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর সেটি হজ অফিস, ঢাকা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং হজযাত্রী পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাংক হিসেবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিবন্ধন বাতিল (নিবন্ধন রিফান্ড) প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় ডিজিটাল সেবা নির্মানঃ

- হজযাত্রীদের নিবন্ধন বাতিলের (নিবন্ধন রিফান্ড) সম্পূর্ন প্রক্রিয়াটি একটি ডিজিটাল সেবা।
- আবেদন, আবেদনকারী ভেরিফাই, অনুমোদন প্রক্রিয়া, ভাউচার প্রিন্ট, ভাউচার অনুসন্ধান, আবেদনের স্ট্যাটাস, ব্যাংক কর্তৃক ভেরিফিকেশন এবং BEFTN এর মাধ্যমে অর্থ প্রদান ইত্যাদি প্রক্রিয়া অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

পাইলটিং ও সম্প্রসারিত:

১৩ জুলাই, ২০২০ থেকে ১৮ জুলাই,২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও টেস্ট রান করা হয়। ১৯ জুলাই,২০২০ তারিখ থেকে সারাদেশব্যপী হজযাত্রী নিজে বা নিবন্ধন কেন্দ্র থেকে বা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন যা এখনো চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

- ১২ জুলাই, ২০২০ তারিখে হজের নিবন্ধন বাতিলের বিষয়ে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি ("২০২০ সালে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত সম্মানিত হজযাত্রীদের জন্য জরুরি বিজ্ঞপ্তি") জারি করা হয়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিবন্ধন বাতিলের সামগ্রিক প্রক্রিয়া এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ১৩ জুলাই, ২০২০ থেকে ১৮ জুলাই,২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল ব্যাংকের প্রতিনিধি, নিবন্ধন কেন্দ্রের প্রতিনিধি এবং হজযাত্রী নিবন্ধনকারী এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং হজ বিষয়ক কল সেন্টারের মাধ্যমে সাপোর্ট প্রদান করা হয়।
- একজন আবেদনকারী কিভাবে আবেদন করবেন তার জন্য একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রস্তুত করা হয় এবং হজ বিষয়ক কল সেন্টারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের উক্ত বিষয়ে যে কোন জিজ্ঞাসা এবং সাপোর্ট প্রদান করা হয়।

  ভিডিও টিউটোরিয়াল লিংকঃ https://www.youtube.com/embed/a0aZQy2xEcU
- ১৯ জুলাই,২০২০ তারিখ থেকে হজ বিষয়ক পোর্টাল https://www.hajj.gov.bd/ থেকে “Registration Refund” মেন্যু থেকে বা https://prp.pilgrimdb.org/refund-reg/get-started লিংক থেকে হজযাত্রী নিজে বা নিবন্ধন কেন্দ্র থেকে বা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির মাধ্যমে আবেদন করেন।

নিবন্ধন রিফান্ডের হালনাগাদ তথ্য

এ পর্যন্ত (২০ মে, ২০২১ পর্যন্ত) সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫১১ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩,০৬৯ জন মোট ৩,৫৮০ জন আবেদনকারীর নিবন্ধন রিফান্ড সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সমুদয় অর্থ ফেরত পেয়েছেন। প্রক্রিয়াটি এখনো চলমান রয়েছে।

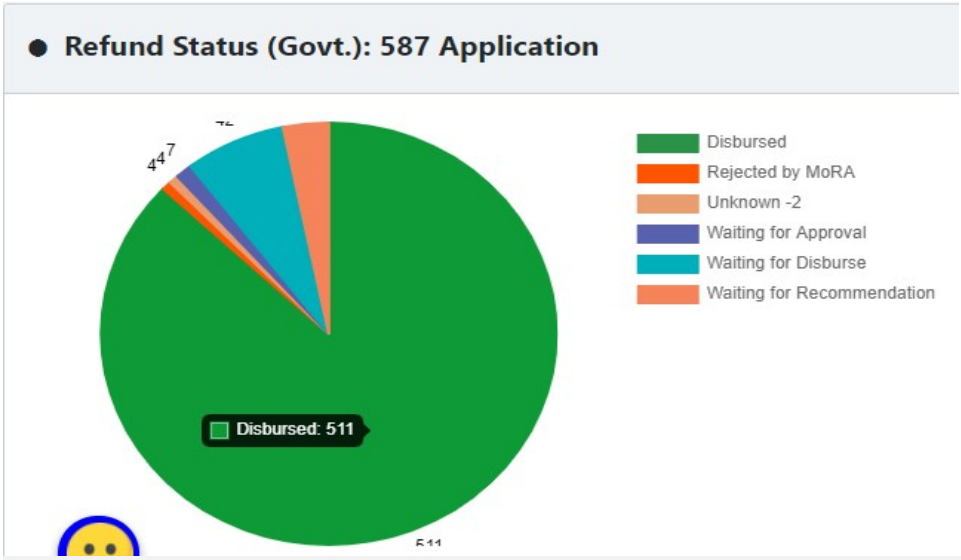

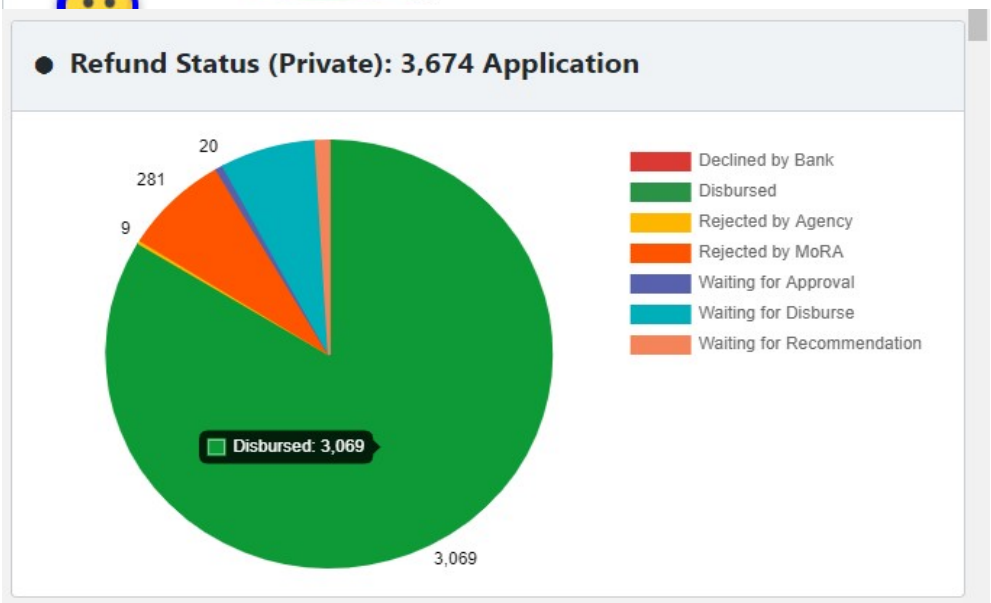

অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম এর প্রক্রিয়াঃ

হজযাত্রী অথবা হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি https://prp.pilgrimdb.org/refund-reg/new-application লিংক থেকে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে হজ-২০২০ এর নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে তা অনলাইনেই সুপারিশ এবং মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যাংক তা হজযাত্রী বা হজযাত্রীর সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টে BEFTN/Pay Order এর মাধ্যমে কোন প্রকার অর্থ কর্তন ছাড়াই প্রদান করে থাকে এবং তা চলমান রয়েছে। এর ফলে একজন হজযাত্রী তাদের নিবন্ধন বাতিল (নিবন্ধন রিফান্ড) করতে পারছেন এবং খুব সহজে সমুদয় অর্থ ফেরত পাচ্ছেন। এযাবত ৩,৪৪৭ জন হজযাত্রী উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে নিবন্ধন রিফান্ড সফলভাবে সম্পন্ন করছেন।

সরকারি ব্যাবস্থাপনার নিবন্ধিত হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল পূর্বক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রক্রিয়াঃ

ধাপ ১: আবেদন

হজ পোর্টালে নিজে বা নিবন্ধন কেন্দ্র হতে অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ একসঙ্গে প্রদান করা হবে। শুধুমাত্র একই ভাউচারে নিবন্ধিত একই পরিবারের হজযাত্রীগন একসঙ্গে আবেদন করতে পারবেন, অন্যথায় আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে। অর্থ রিফান্ডের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের চার্জ কাটা হবে না।

ধাপ ২: সুপারিশ

আবেদন ঢাকা হজ অফিস যাচাই করে অনলাইনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে।

ধাপ ৩: অনুমোদন

রিফান্ডের আবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে হজ পোর্টালে নিবন্ধন রিফান্ড সেকশন হতে "রিফান্ড ভাউচার" ডাউনলোড করবেন। রিফান্ড আবেদন অনুমোদিত হলে আপনার নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে। হজে যেতে হলে সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে।

ধাপ ৪:অর্থ ফেরত

পরিচয়পত্রসহ ডাউনলোডকৃত রিফান্ড ভাউচারটি নিয়ে সোনালী ব্যাংকের নির্বাচিত ব্রাঞ্চে গিয়ে পে-অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে বা BEFTN নিশ্চিত করে নিবন্ধনের অর্থ ট্রান্সফার করতে হবে।

বেসরকারি ব্যাবস্থাপনার নিবন্ধিত হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল পূর্বক ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রক্রিয়াঃ

ধাপ ১: আবেদন

নিজে অথবা নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির মাধ্যমে অনলাইনে ফরম পূরণ করতে হবে। হজযাত্রীর নিবন্ধন ভাউচারে প্রদত্ত অর্থ রিফান্ড ভাউচারে ফেরত দেয়া হবে ও প্রাক-নিবন্ধনের অর্থ পূর্বের ন্যায় পরিচালক হজ এর নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন। শুধুমাত্র একই ভাউচারে নিবন্ধিত একই পরিবারের হজযাত্রীগন একসঙ্গে আবেদন করতে পারবেন, অন্যথায় আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে। অর্থ রিফান্ডের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের চার্জ কাটা হবে না। একাধিক ব্যক্তির রিফান্ডের আবেদন একসঙ্গে করা হলে তা যাচাই করার জন্য সময় প্রয়োজন হবে।

ধাপ ২: সুপারিশ

আবেদন সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি যাচাই করে অনলাইনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে।

ধাপ ৩: অনুমোদন

রিফান্ডের আবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে হজ পোর্টালে নিবন্ধন রিফান্ড সেকশন হতে "রিফান্ড ভাউচার" ডাউনলোড করবেন। রিফান্ড আবেদন অনুমোদিত হলে আপনার নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে। হজে যেতে হলে সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাক-নিবন্ধন করতে হবে।

ধাপ ৪:অর্থ ফেরত

হজ এজেন্সির মাধ্যমে সংগ্রহ করার অপসন প্রদান করে থাকলে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অথবা পরিচয়পত্রসহ ডাউনলোডকৃত রিফান্ড ভাউচারটি নিয়ে নিবন্ধনকারী ব্যাংকের নির্বাচিত ব্রাঞ্চে গিয়ে পে-অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে বা BEFTN নিশ্চিত করে নিবন্ধনের অর্থ ট্রান্সফার করতে হবে। বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধনের অর্থ ছাড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ব্যাংক বরাবর পেমেন্ট স্ট্যান্ডিং অর্ডার / প্রত্যায়নপত্র প্রদান করবে।

অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেমের কিছু ছবিঃ

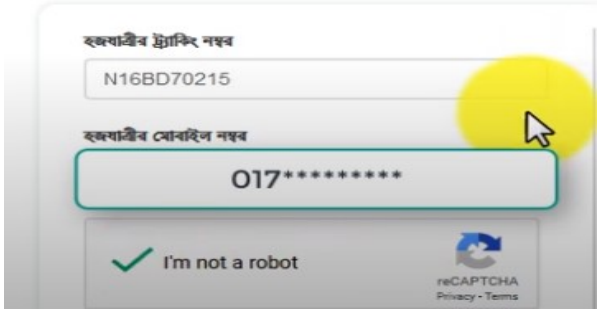

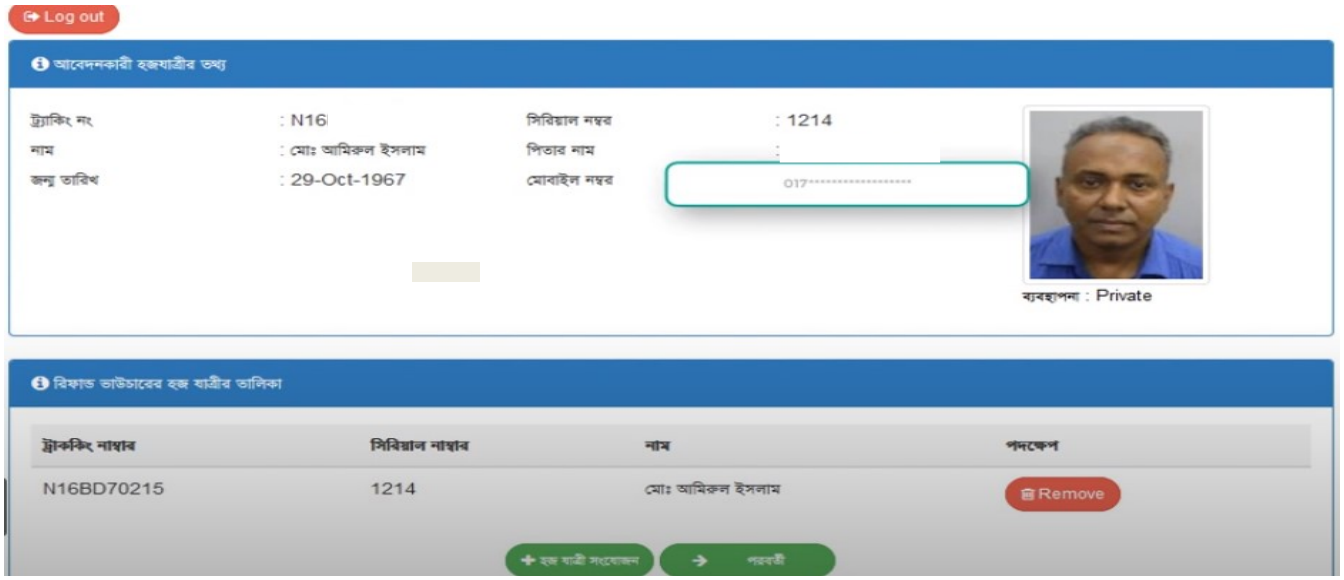

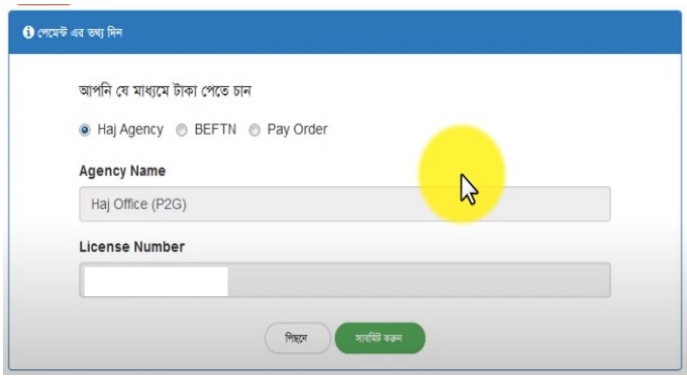

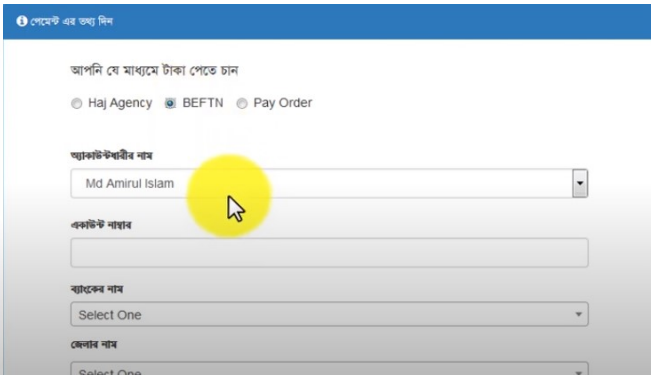

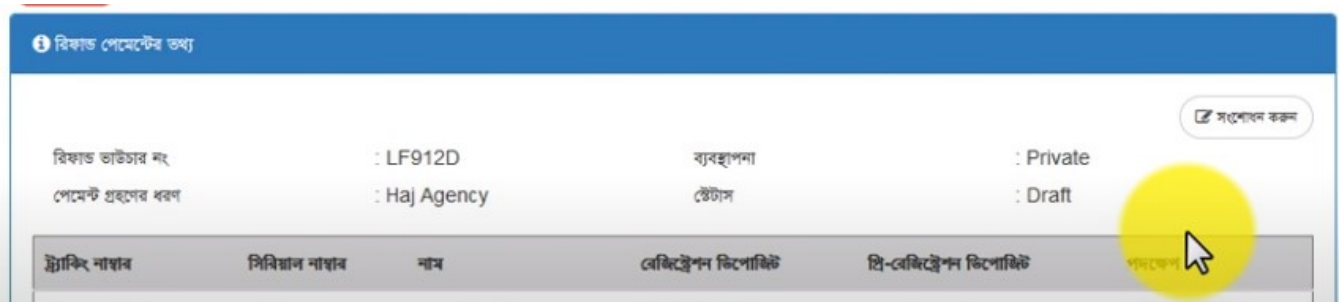

অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেমের কিছু ছবিঃ

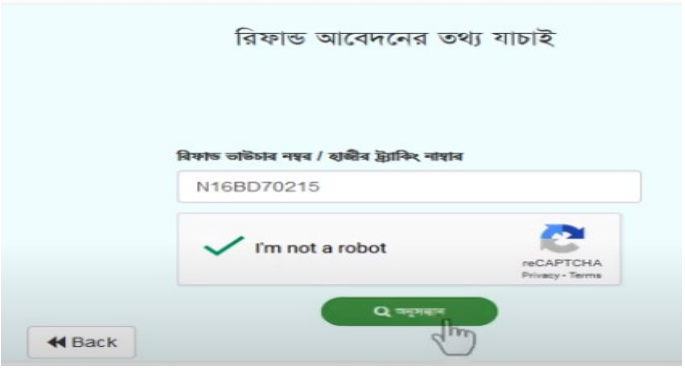

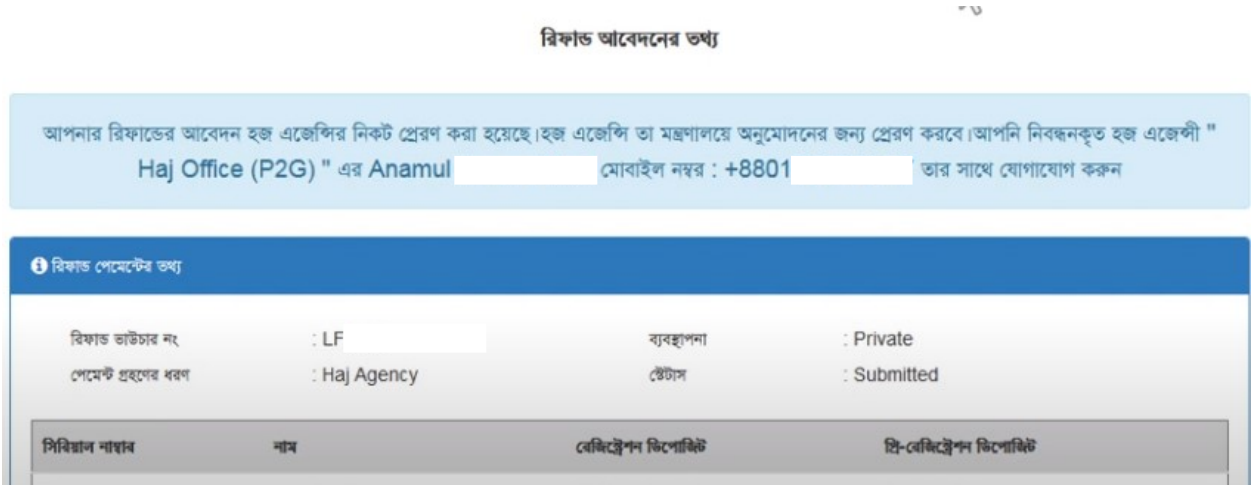

অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণঃ

প্রসেস ম্যাপ

হজের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম বিদ্যমান থাকলেও হজের নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেমটি এবারই প্রথম চালু করা হয়েছে। একারনে এর বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ এবং তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে উক্ত প্রক্রিয়াটি যদি ম্যনুয়াল সিস্টেমে করা হত তাহলে এর প্রসেস ম্যাপ কি হতে পারে এবং বর্তমানে এর প্রসেস ম্যাপ এর সাথে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হলোঃ

প্রসেস ম্যাপ [ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রিফান্ড হলে]

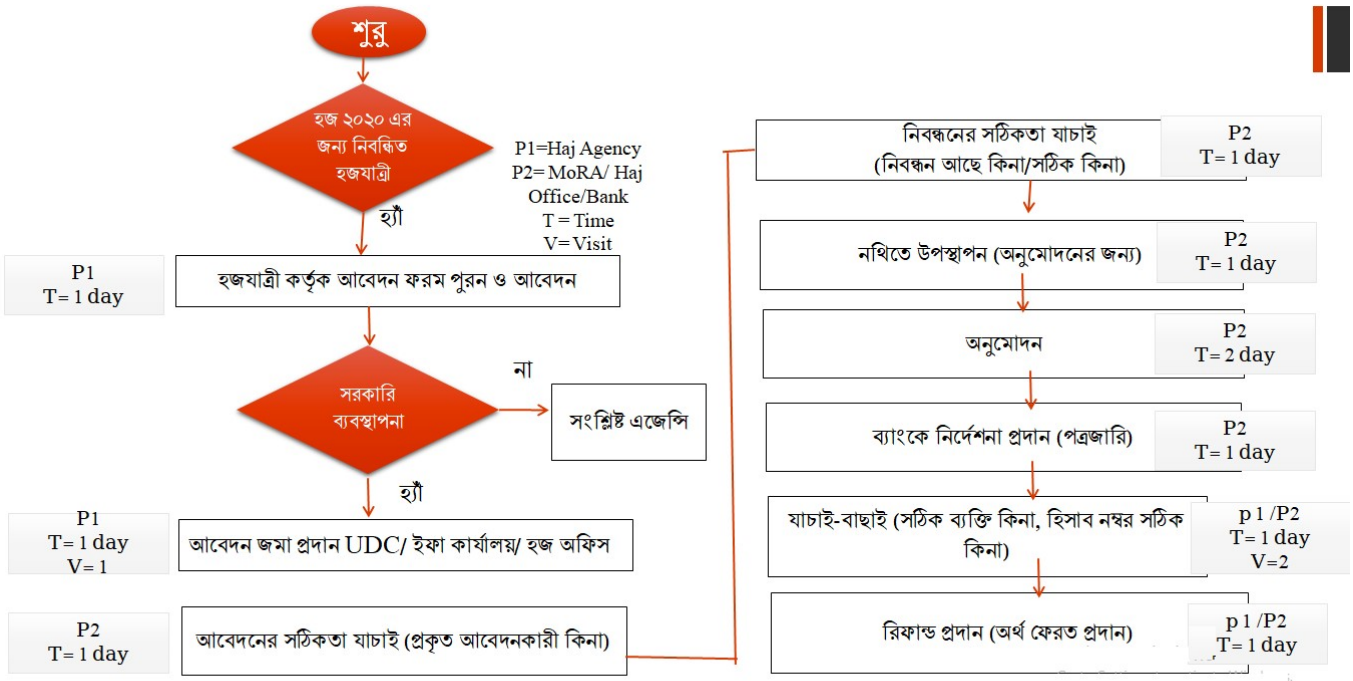

ধাপ = ০৯; সময় = ১০ কর্মদিবস; ভিজিট = ৩

প্রসেস ম্যাপ [বর্তমান পদ্ধতি]

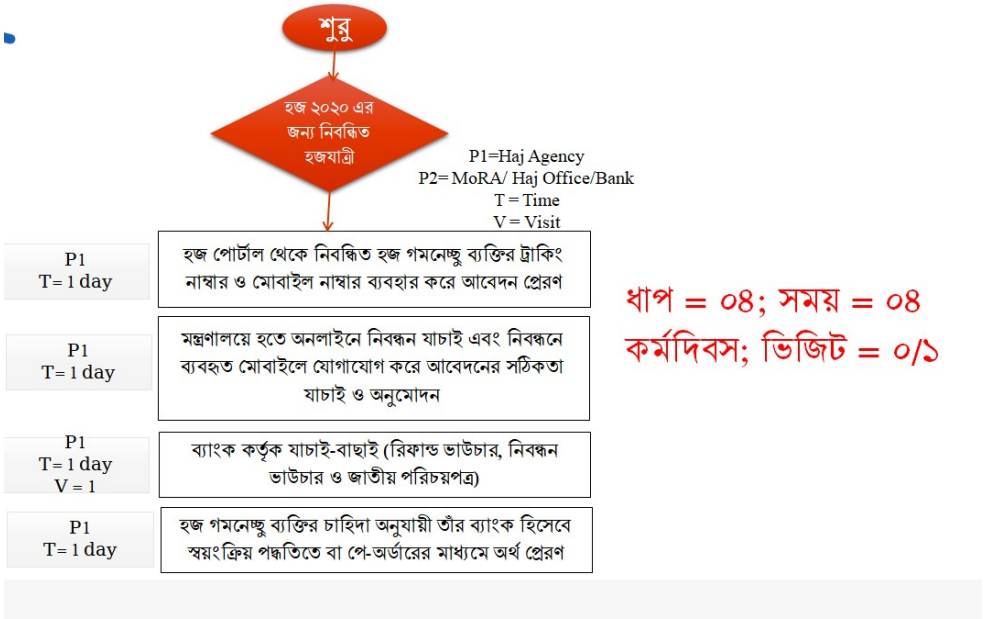

TCVQ (Time, Cost, Visit, Quality) অনুসারে তুলনা

ক্রম	ক্ষেত্র	ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রিফান্ড হলে	বর্তমান পদ্ধতি
১।	প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	না	হ্যাঁ
২।	ধাপ	০৯	০৪
৩।	খরচ (নাগরিক+অফিস)	নির্ধারিত সরকারি ফিঃ বিনামুল্যে	নির্ধারিত সরকারি ফিঃ বিনামুল্যে
৪।	সময় (নাগরিক+অফিস)	১০ কর্মদিবস	০৪ কর্মদিবস
৫।	যাতায়াত (নাগরিক)	৩ বা ততোধিক	০ বা ১ বার
৬।	সেবার মান	ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে	ভুল হবার সম্ভাবনা নেই

৮.২। উদ্ভাবনের শিরনামঃ দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান

বাস্তবায়নকারীঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক) দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ
খ) EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান

বাস্তবায়নকারীঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক) দুঃস্থদের সহায়তার জন্য অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ

পটভূমি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পুরনের পাশাপাশি ফর্মে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহন করতে হয়। প্রথমত, প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে যেতে হয়; স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই এর পর তা প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তৃতীয়ত স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর কাছে যেতে হয় এবং যাচাইপুর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারনে তার সময়, অর্থ এবং ভিজিট সংখ্যা বেড়ে যায়। দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য ইতোমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। উক্ত সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহন করে আবেদন করতে পারবেন।

পাইলটিং ও সম্প্রসারিত: একই সঙ্গে পাইলট এবং বাস্তবায়ন এবং সারাদেশব্যপী সম্প্রসারিত।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ শুরুঃ ২৫ অক্টোবর, ২০২০; বাস্তবায়িত

পূর্বের সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবাপ্রদানেরধাপ	কার্যক্রম	প্রতিধাপেরসময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্তব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	আবেদনপত্র পূরণ এবং প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে গমন	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি
ধাপ-২	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই	১ দিন	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর
ধাপ-৩	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান	১ দিন	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর
ধাপ-৪	প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর কাছে গমন	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি
ধাপ-৫	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কতৃক যাচাই	১ দিন	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধাপ-৬	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান	১ দিন	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধাপ-৭	প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে গমন	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি
ধাপ-৮	মাননীয় সংসদ সদস্য কতৃক যাচাই	১ দিন	মাননীয় সংসদ সদস্য
ধাপ-৯	মাননীয় সংসদ সদস্য কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান	১ দিন	মাননীয় সংসদ সদস্য
ধাপ-১০	আবেদনপত্র দাখিল	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি

পূর্বের পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

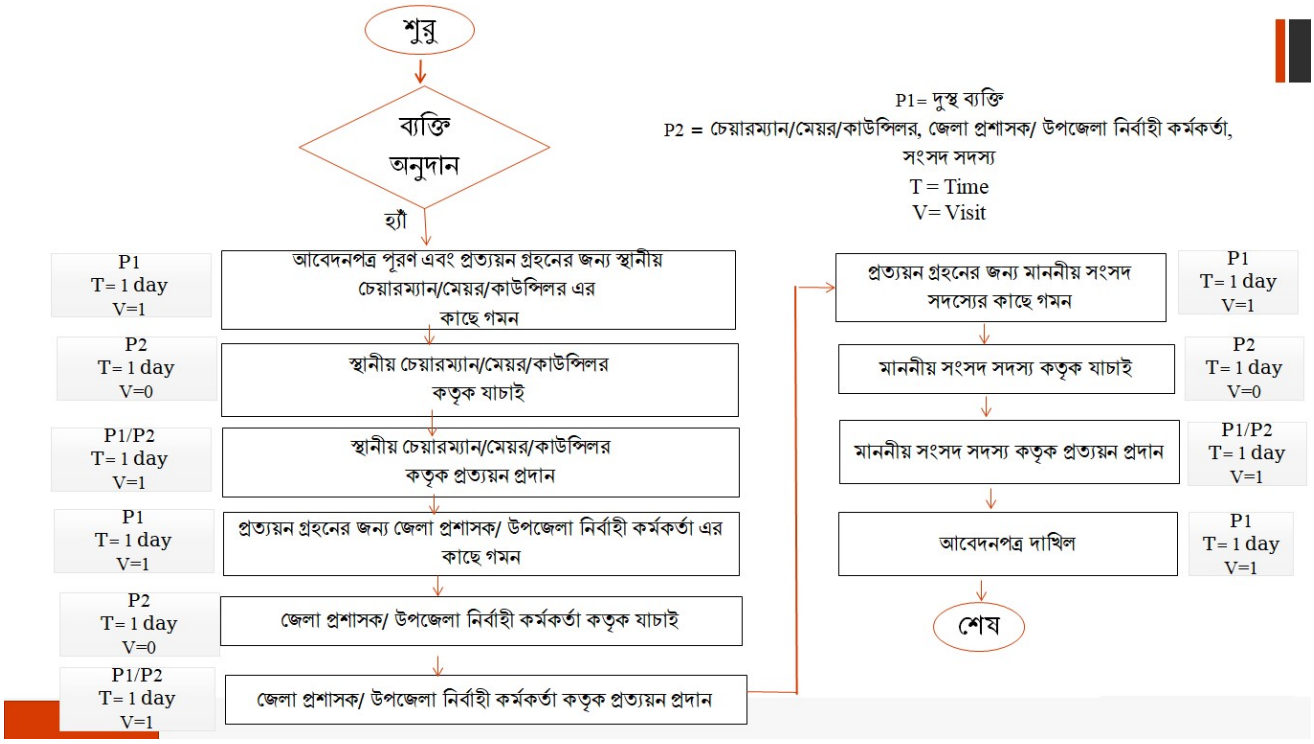

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (পূর্বের ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধান
১।আবেদনপত্র/ ফরম/ রেজিস্টার/ প্রতিবেদন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পুরনের পাশাপাশি ফর্মে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহন করতে হয়। প্রথমত, প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে যেতে হয়; স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই এর পর তা প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তৃতীয়ত স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর কাছে যেতে হয় এবং যাচাইপুর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারনে তার সময়, অর্থ এবং ভিজিট সংখ্যা বেড়ে যায়।	দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য ইতোমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। উক্ত সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহন করে আবেদন করতে পারবেন।
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)
৩। সেবারধাপ	১০ টি	০৪ টি
৪। সম্পৃক্ত জনবল	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কার্যালয়, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর কার্যালয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবল।	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কার্যালয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবল
৫।স্বাক্ষরকারী/অনুমোদনেরসঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	০৩ স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় সংসদ সদস্য	০১ স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর
খরচ (নাগরিক+অফিস)	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে
১১। যাতায়াত খরচ	১৭২০ টাকা	১০০ টাকা
১২।সময় (নাগরিক+অফিস)	১০ কর্মদিবস	০৪ কর্মদিবস
১৩। ভিজিট	০৭	০৩

বাস্তবায়িত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

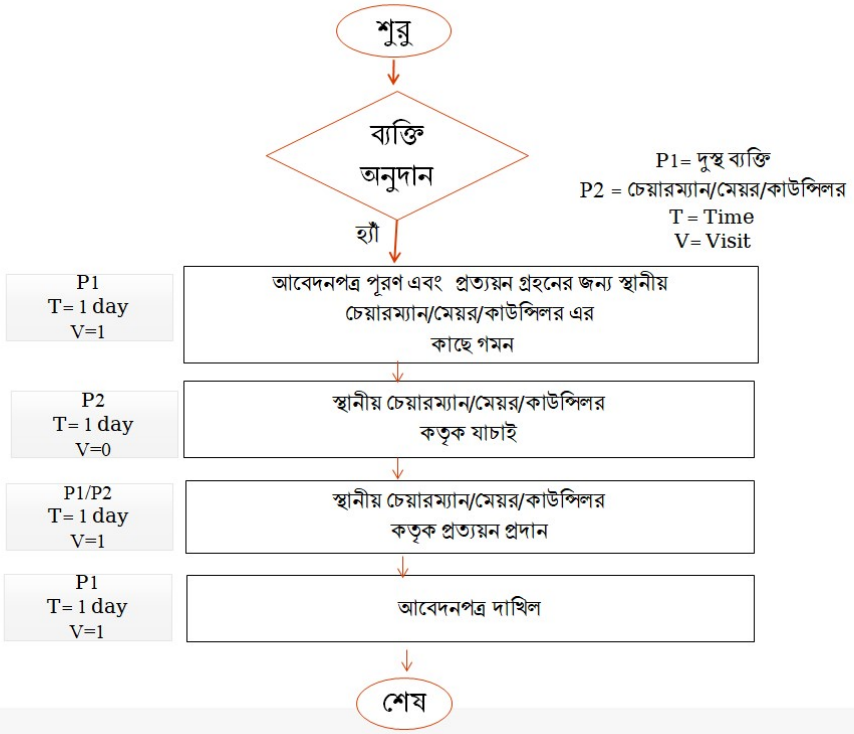

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (পূর্বের ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	আবেদনপত্র পূরণ এবং প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে গমন	ধাপ-১	আবেদনপত্র পূরণ এবং প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে গমন
ধাপ-২	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই	ধাপ-২	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই
ধাপ-৩	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান	ধাপ-৩	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান
ধাপ-৪	প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর কাছে গমন	ধাপ-৪	আবেদনপত্র দাখিল
ধাপ-৫	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কতৃক যাচাই		
ধাপ-৬	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান		

ধাপ-৭	প্রত্যয়ন গ্রহনের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে গমন		
ধাপ-৮	মাননীয় সংসদ সদস্য কতৃক যাচাই		
ধাপ-৯	মাননীয় সংসদ সদস্য কতৃক প্রত্যয়ন প্রদান		
ধাপ-১০	আবেদনপত্র দাখিল		

TCV (Time, Cost, Visit) অনুসারে তুলনা

ক্রম	ক্ষেত্র	পূর্বের পদ্ধতি	বাস্তবায়িত পদ্ধতি
১।	ধাপ	১০	০৪
২।	খরচ (নাগরিক+অফিস)	নির্ধারিত সরকারি বিনামুল্যে	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে
৩।	সময় (নাগরিক+অফিস)	০৯ কর্মদিবস	০৪ কর্মদিবস
৪।	ভিজিট	০৭	০৩
৫।	যাতায়াত খরচ	১৭২০ টাকা	১০০ টাকা

খ) EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান

দুঃস্থদের সহায়তার জন্য G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দুঃস্থদের সহায়তার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে iBAS++ এর একটি কাস্টমাইজ টেমপ্লেটের মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর মাধ্যমে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সমস্যাঃ

বিভাজন মোতাবেক দুস্থ অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হয়। এরপর GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হয়। জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। CAFO, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় করেন। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় দুস্থ অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হয়।

সেবা সহজিকরণঃ

দুঃস্থদের সহায়তার জন্য G২P পদ্ধতিতে উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান করলে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর মাধ্যমে উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/রকেটে একাউন্টে অর্থ প্রদান করা যাবে যার মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হবে।

পাইলটিং ও সম্প্রসারিত: পাইলটিং হিসেবে শুরু হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ বর্তমানে কার্যক্রমটি পাইলটিং হিসেবে শুরু হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে।

পূর্বের সেবা পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতিধাপেরসময় (দিন/ঘন্টা/মিনিট)	সম্পৃক্তব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	বিভাজন মোতাবেক অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি
ধাপ-২	ফরম বিতরণ ও উপকারভোগী আবেদনপত্র পূরণ এবং উপকারভোগীর তিন ধাপে প্রত্যয়ন গ্রহণ (মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর)	০৯ দিন	(মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর
ধাপ-৩	আবেদনপত্র দাখিল	১ দিন	দুস্থ ব্যক্তি
ধাপ-৪	ফরম গ্রহণ, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাছাই, তালিকা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন	বাছাই, তালিকা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়ার সময়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
ধাপ-৫	অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক CAFO ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জিও জারী	১ দিন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
ধাপ-৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কপি প্রদান	১ দিন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
ধাপ-৭	GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ	৩ দিন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়/ জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধাপ-৮	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ	২ দিন	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধাপ-৯	প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১ দিন	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ধাপ-১০	CAFO, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয়	৫ দিন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পূর্বের পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

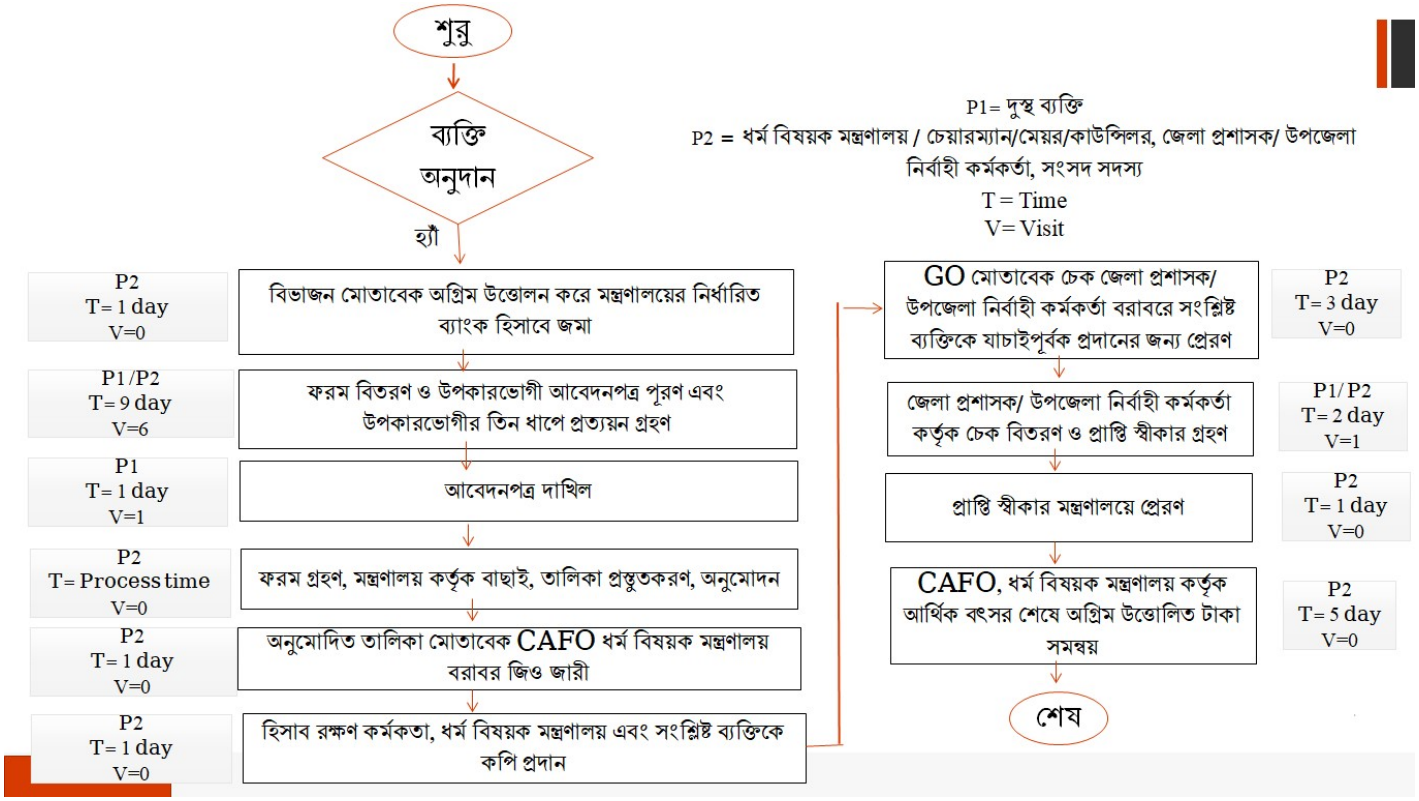

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (পূর্বের ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

ক্ষেত্র	সমস্যার বর্ণনা	সমাধান
১।আবেদনপত্র/ ফরম/ রেজিস্টার/ প্রতিবেদন	বিভাজন মোতাবেক দুস্থ অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হয়। এরপর GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হয়। জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। CAFO, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় করেন। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় দুস্থ অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হয়।	দুঃস্থদের সহায়তার জন্য G2P পদ্ধতিতে উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান করলে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর মাধ্যমে উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/রকেটে একাউন্টে অর্থ প্রদান করা যাবে যার মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হবে।
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)
৩। সেবার ধাপ	১০ টি	০৬ টি

৪। সম্পৃক্ত জনবল	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কার্যালয়, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর কার্যালয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবল। এছাড়াও GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ, প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, CAFO, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত জনবল।	স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কার্যালয় এর সঙ্গে সম্পৃক্ত জনবল এবং অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক অনলাইনে iBAS++ সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও অনুমোদন এর জন্য সম্পৃক্ত জনবল।
১০।প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কিনা	না	হ্যাঁ iBAS++ সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও অনুমোদন; জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে আন্তসংযোগের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংরক্ষন করা হয়। নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই এর মধ্যমে আবেদনকারীর একাউন্টে অর্থ প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র যাচাই সফল হলেই আবেদনকারীকে তার একাউন্টে অর্থ প্রদান করা হয়।
৫।স্বাক্ষরকারী/অনুমোদনেরসঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	০৩ স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় সংসদ সদস্য	০১ স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর
খরচ (নাগরিক+অফিস)	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে
১১। যাতায়াত খরচ	২২২০ টাকা	১০০ টাকা
১২।সময় (নাগরিক+অফিস)	২৪ কর্মদিবস	০৭ কর্মদিবস
১৩। যাতায়াত (Visit)	০৮	০৩

বাস্তবায়িত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

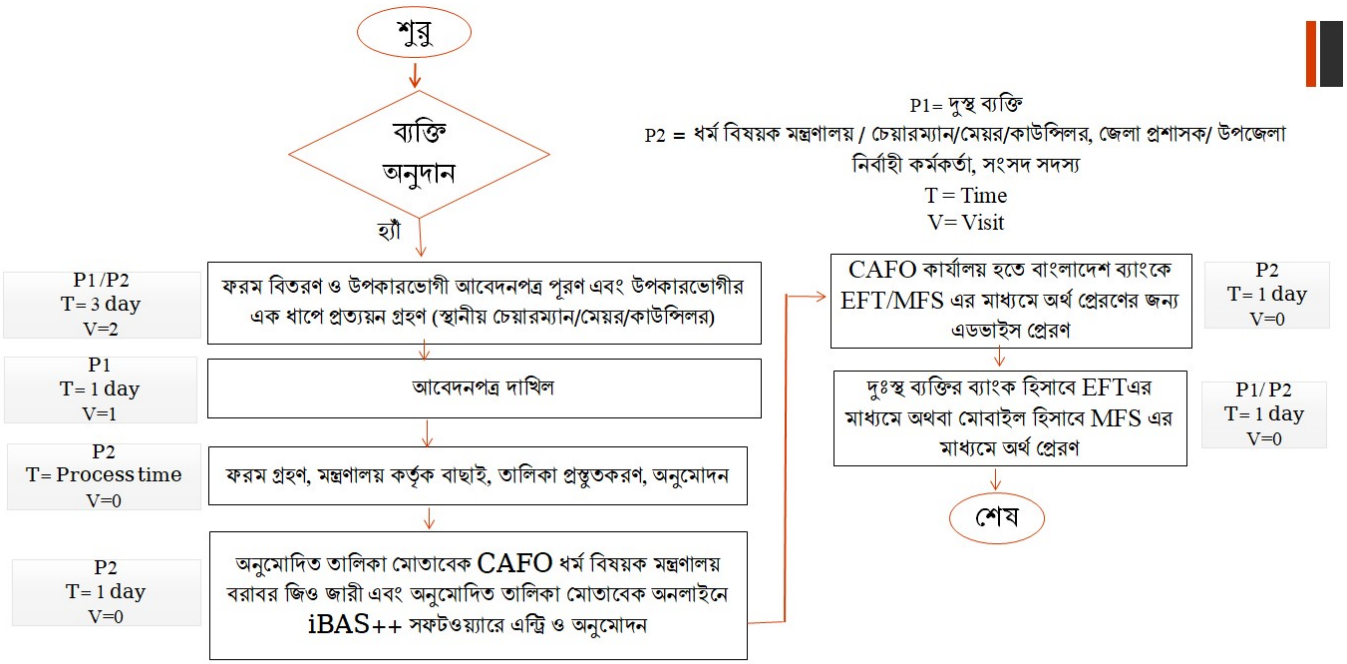

তুলনামূলক বিশ্লেষণ (পূর্বের ও বাস্তবায়িত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	বিভাজন মোতাবেক অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা	ধাপ-১	ফরম বিতরণ ও উপকারভোগী আবেদনপত্র পূরণ এবং উপকারভোগীর এক ধাপে প্রত্যয়ন গ্রহণ (স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর)
ধাপ-২	ফরম বিতরণ ও উপকারভোগী আবেদনপত্র পূরণ এবং উপকারভোগীর তিন ধাপে প্রত্যয়ন গ্রহণ (মাননীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর)	ধাপ-২	আবেদনপত্র দাখিল
ধাপ-৩	আবেদনপত্র দাখিল	ধাপ-৩	ফরম গ্রহণ, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাছাই, তালিকা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন

ধাপ-৪	ফরম গ্রহণ, মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাছাই, তালিকা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন	ধাপ-৪	অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক CAFO ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জিও জারী এবং অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক অনলাইনে iBAS++ সফটওয়্যারে এন্ট্রি ও অনুমোদন
ধাপ-৫	অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক CAFO ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জিও জারী	ধাপ-৫	CAFO কার্যালয় হতে বাংলাদেশ ব্যাংকে EFT/MFS এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের জন্য এডভাইস প্রেরণ
ধাপ-৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকতা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কপি প্রদান	ধাপ-৬	দুঃস্থ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে EFTএর মাধ্যমে অথবা মোবাইল হিসাবে MFS এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ
ধাপ-৭	GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ	ধাপ-৭	
ধাপ-৮	জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ		
ধাপ-৯	প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ		
ধাপ-১০	CAFO, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয়		

TCVQ (Time, Cost, Visit, Quality) অনুসারে তুলনা

ক্রম	ক্ষেত্র	পূর্বের পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
১।	ধাপ	১০	০৬
২।	খরচ (নাগরিক+অফিস)	নির্ধারিত সরকারি বিনামুল্যে	নির্ধারিত সরকারি ফি: বিনামুল্যে
৩।	সময় (নাগরিক+অফিস)	২৪ কর্মদিবস	০৭ কর্মদিবস
৪।	ভিজিট	০৮	০৪
৫।	যাতায়াত খরচ	২২২০ টাকা	১০০ টাকা
৬।	সেবার মান	ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে	ভুল হবার সম্ভাবনা নেই

EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে অনুদান প্রদান সিস্টেমের কিছু ছবিঃ

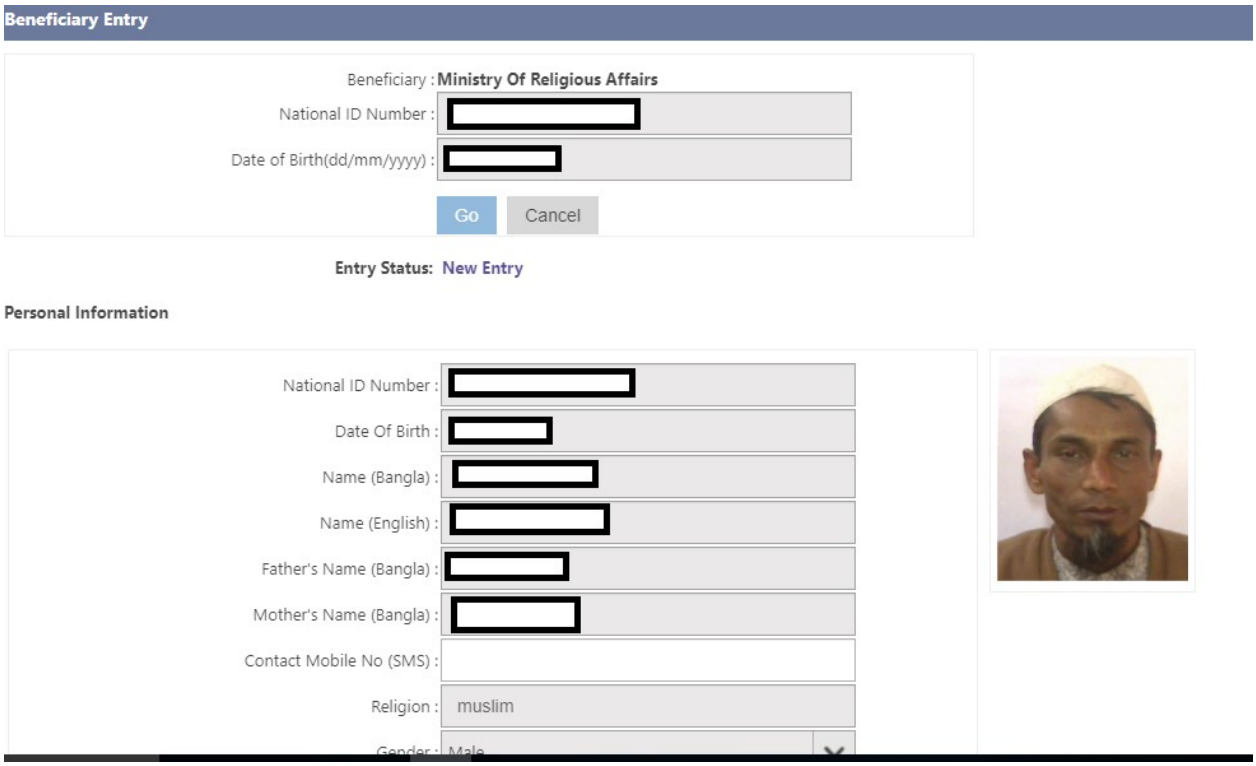

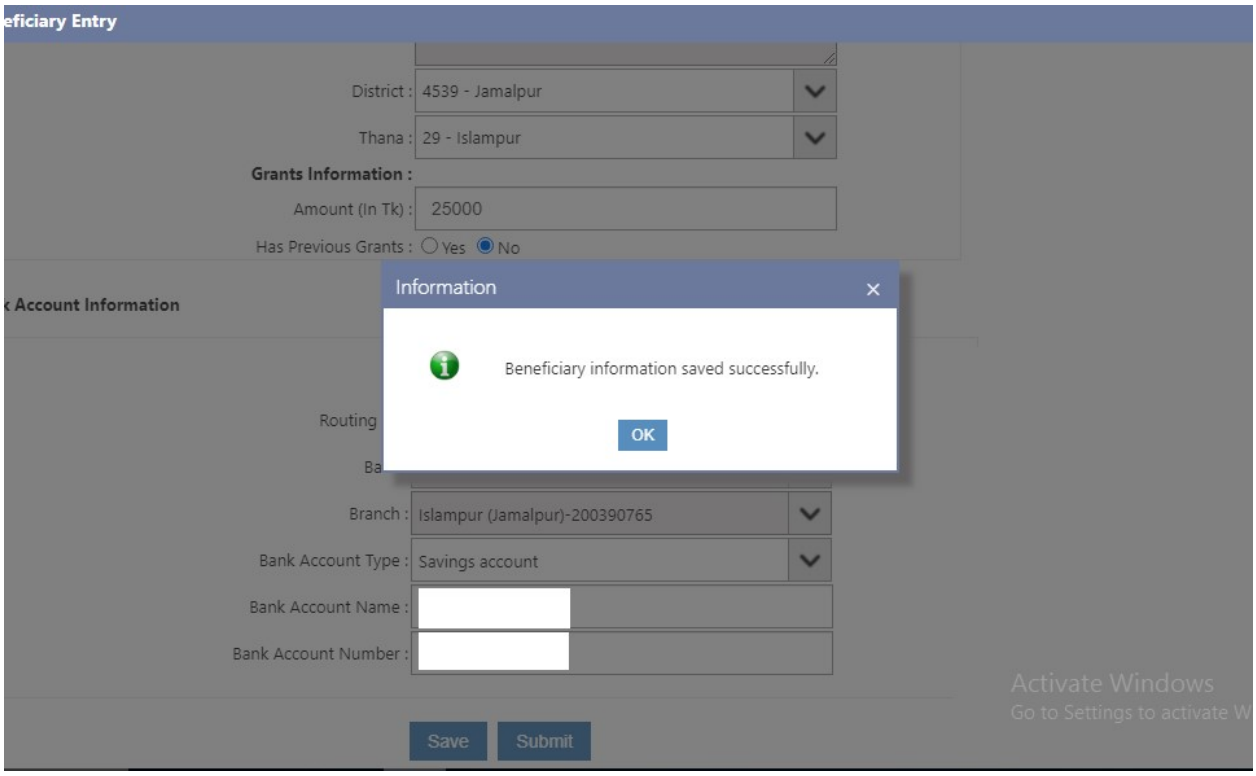

৮.৩। উদ্ভাবনের শিরনামঃ ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০ আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন তিলওয়াত (ক্বিরাআত) প্রতিযোগিতা

বাস্তবায়নকারীঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পটভূমি

ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

ইসলামিক কো-অপারেশন ইয়্যুথ ফোরাম (ICYF) এর সমন্বয়ে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাটি ফেব্রুয়ারি-জুন ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত কার্যক্রমটির উদ্ভাবনী উদ্যোগ হচ্ছে প্রতিযোগিতাটি বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারনে প্রতিযোগিতাটি সম্পূর্ন অনলাইন সিস্টেমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্ভাবনের বর্তমান অবস্থাঃ শুরুঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০; বাস্তবায়িত, চলমান

প্রতিযোগীতার পদ্ধতিঃ

পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতাটি দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছেঃ

- ❖ আঞ্চলিক পর্যায়
- ❖ আন্তর্জাতিক পর্যায়

<u>আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাঃ</u>

এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৬ টি অঞ্চলের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হবে ক) এশিয়া খ) আফ্রিকা গ) মধ্যপ্রাচ্য ঘ) আমেরিকা ঙ) ইউরোপ ও ওশেনিয়া এবং চ) বাংলাদেশ। প্রতিটি অঞ্চলে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে।

বাংলাদেশ পর্যায়ে প্রতিযোগিতাঃ

স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ থেকে বিচারকমন্ডলী শীর্ষ ৩ জন প্রতিযোগী নির্বাচিত করবেন যারা আন্তর্জাতিক পর্যায় সুযোগ পাবেন। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী তাদের তিলাওয়াতের ভিডিও অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে জমা দেবেন।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ঃ

প্রতিটি অঞ্চল থেকে শীর্ষ ৩ জন প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হবেন। সর্বমোট ১৮ জন প্রতিযোগী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন। চুড়ান্ত প্রতিযোগিতার জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাঁদের তিলাওয়াতের নতুন একটি ভিডিও তৈরি করে অনলাইন সিস্টেমে আপলোড করে জমা দিতে হবে। চুড়ান্ত পর্যায়ে ১৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে বিচারকমন্ডলী ৩ জন প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করবেন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

Dhaka OIC youth capital ২০২০ এর আওতায় আন্তর্জাতিক ক্বিরাত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অঞ্চলের ২৯২ জন প্রতিযোগীর মধ্যে শীর্ষ তিনজন বিজয়ী হয়েছেন। ৮ মে ২০২১ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি।

https://dhaka.oicyouthcapital.com/holy-quran-recitation-competition/

অনলাইন আবেদন ফর্ম

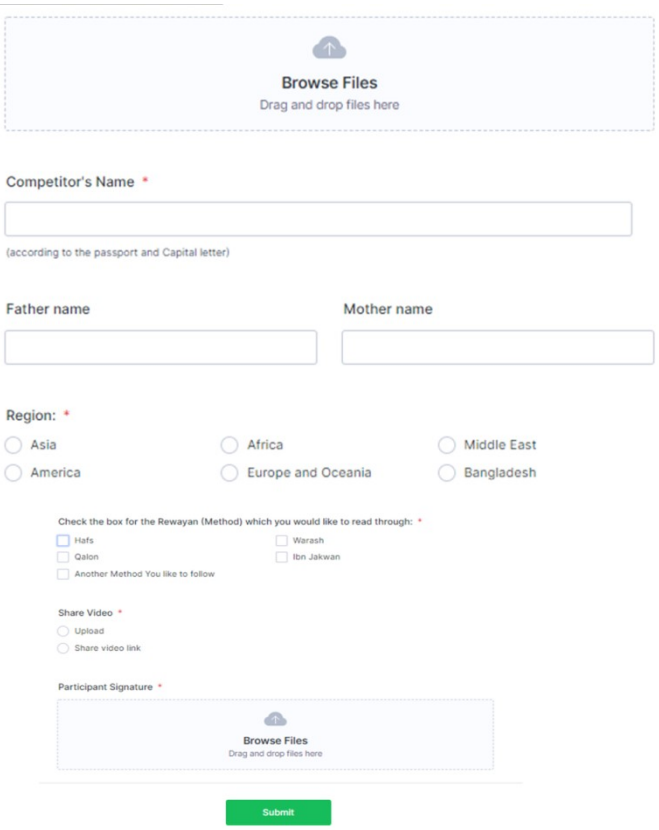

৯। উদ্ভাবন প্রদর্শনী ২০২০-২১

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন প্রদর্শনী ২০২০-২১ গত ১২ মে, ২০২১ খ্রি. তারিখে অনলাইন মিটিং প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: নূরুল ইসলাম পিএইচ.ডি.। জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব এবং চীফ ইনোভেশন অফিসার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। প্রদর্শনীতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, হজ অফিস, ঢাকা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তাদের স্ব-স্ব উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ উপস্থাপন করেন।

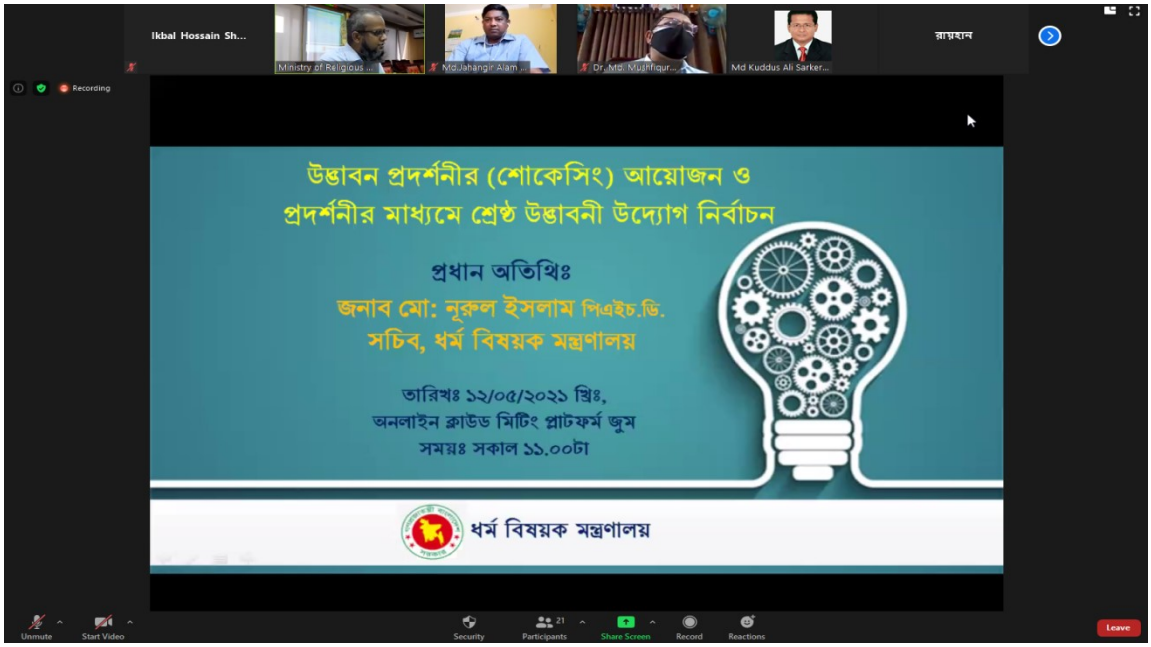

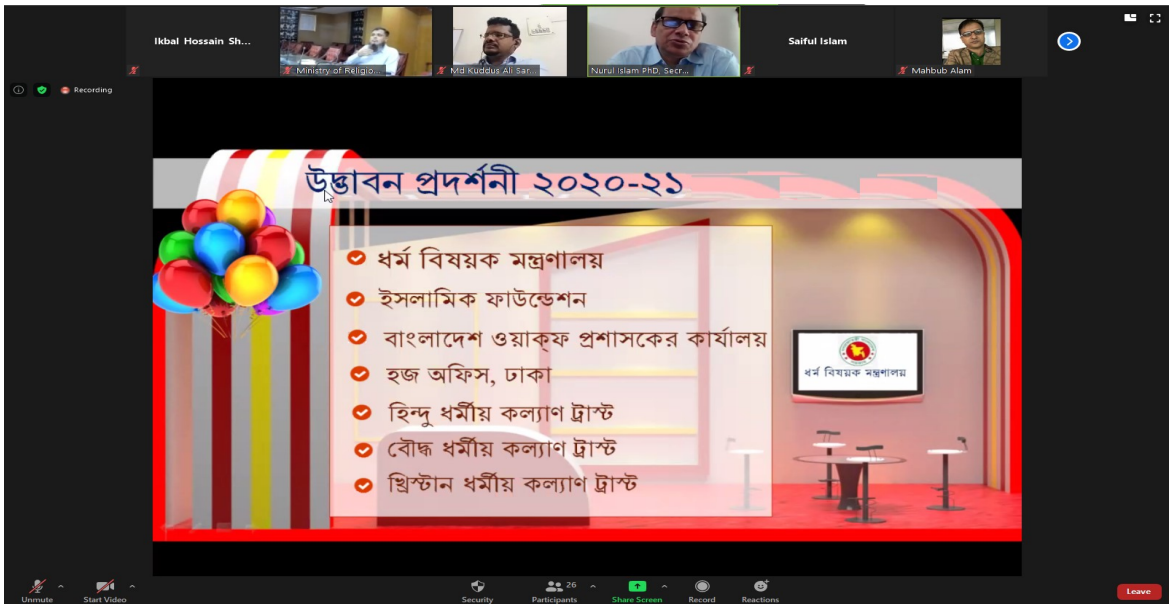

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ ২০২০-২১ প্রদর্শনী তালিকাঃ

ক্রম	উদ্ভাবনের নাম	বর্তমান অবস্থা	বাস্তবায়ন
১।	২০২০ সালের নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম	শুরুঃ ১৯ জুলাই, ২০২০ বাস্তবায়িত, চলমান	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস ঢাকা
২।	দুঃস্থদের সহায়তার i. অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ ii. ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান	২৫ অক্টোবর, ২০২০ i. বাস্তবায়িত ii. পাইলটিং, চলমান	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩।	ঢাকা ওআইসি ইয়্যুথ ক্যাপিটাল ২০২০ আন্তর্জাতিক পবিত্র কোরআন তিলওয়াত (ক্বিরাআত) প্রতিযোগিতা	শুরুঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বাস্তবায়িত, চলমান	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪।	হজ এজেন্সি লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	প্রস্তুতকৃত, পাইলট ও বাস্তবায়ন করা হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫।	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা পর্যায়ে বই বিক্রয় ও প্রকাশনা তথ্য প্রদান সহজিকরণ	বাস্তবায়িত, চলমান	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৬।	অনলাইন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা/ওয়াজ মাহফিল সম্প্রচার	বাস্তবায়িত, চলমান	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৭।	নতুন ওয়াক্‌ফ এস্টেট সৃজন এবং তালিকাভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া (প্রসেস ম্যাপসহ) ওয়েব সাইটে সংযুক্তকরণ।	শুরুঃ ফেব্রুয়ারী ২০২১ বাস্তবায়িত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সৃজন এবং তালিকাভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া প্রসেস ম্যাপসহ ওয়েব সাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৮।	বিভিন্ন আবেদন ফরম অনুধাবন এবং পূরনের জন্য পূরণকৃত নমুনা আবেদন ফরম ওয়েব সাইটে প্রকাশ	শুরুঃ ফেব্রুয়ারী ২০২১ বাস্তবায়িত পূরণকৃত নমুনা আবেদন ফরম ওয়েব সাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৯।	বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (মোতাওয়াল্লী নিয়োগ/কমিটি অনুমোদন ইত্যাদি) অনলাইন আবেদনের জন্য ই-ফরম প্রস্তুত করা	ফেব্রুয়ারী ২০২১ প্রক্রিয়াধীন	বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
১০।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানে ব্যবহৃত ফরম প্রাপ্তি সহজিকরণ	জানুয়ারি ২০২১ বাস্তবায়িত	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১১।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানে ব্যবহৃত ফরম প্রাপ্তি সহজিকরণ	জানুয়ারি ২০২১ বাস্তবায়িত	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১২।	করোনা কালীন সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরনের লক্ষে সেনিটাইজিং চেইন সামগ্রী ব্যবহার।	বাস্তবায়িত	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১৩।	ডিজিটাল হাজিরা খাতা স্থাপন	বাস্তবায়িত	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট